০৬-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- ঘুমিয়ে থাকা ভাগ্যকে জাগিয়ে তোলার সাধন হলো পড়া, এই পড়াই হলো উপার্জনের উৎস, যাতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য জাগ্রত হয়"

প্রশ্ন :- এই রুহানী কলেজের একটি বিশেষত্ব শোনাও, যা দুনিয়ায় অন্য কোনো কলেজে থাকে না ?

উত্তর :- এ এমনই এক কলেজ, যেখানে কোনো মানুষ গুরু বা টিচার হয় না । স্বয়ং নিরাকার ভগবান টিচার হয়ে পড়ান । ইনি এমন বিচিত্র বাবা, যাঁর নিজের কোনো চিত্র নেই, তাঁর কোনো বাবা বা টিচার নেই আর তিনি এমন পড়ান যাতে ২১ জন্মের জন্য আমাদের ভাগ্য জাগ্রত হয় । ওই পড়াতে তো এক জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয়, আর এতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয় ।

গীত :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি আমরা....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । যিনি এখানে সকলের ভাগ্য বানাতে এসেছেন, কেন এই ভাগ্যের কি হয়েছে ? ভাগ্যে গণ্ডি টানা হয়ে গেছে । ভারত একসময় ভাগ্যবান ছিল । ভারতবাসী দেবী - দেবতা ছিল । তখন সকলের ভাগ্য জাগ্রত ছিল । এখন ভারতবাসী নরকের মালিক, তাই তাদের ভাগ্য নিভে গেছে । এ কথা কে বোঝান ? যিনি সকলের ভাগ্য বানান । যিনি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন এবং সবাইকে সুখের দান করেন । এ হলো দুঃখধাম । ভারত পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সুখধাম ছিলো । তখন সকলের ভাগ্য জাগ্রত ছিলো । সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির ভাগ্য অবশ্যই বেহদের বাবাই জাগিয়ে তোলেন । বাবা হলেন রচয়িতা । এখন তোমরা জানো যে ভারতে একসময় সব মানুষ সুখী ছিলো । কোন্ মানুষ ? এমন নয় যে, সত্যযুগে এতো মানুষ ছিলো । প্রথমে সত্যযুগে ৯ লাখ মানুষ ছিল । তখন দেবী - দেবতা ধর্মের শুরু হয়েছিল । এই সব কথাই বোঝান জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বাবা । তিনি বাচ্চাদের প্রশ্ন করবেন - তোমাদের বীজের রচয়িতা কে ? তখন বলবে - মাম্মা, বাবা আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেননা মা - বাবাই জন্ম দেন । বাবা কখনো তার স্ত্রীকে জন্ম দেন না । তিনি তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, বলেন -- তুমি আমার স্ত্রী । তারপর তার মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় । তিনি হলেন জন্মদাতা । কন্যা ছিলো পরের ঘরের, তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে নিজের পত্নী বানান । তারপর যখন বাচ্চা জন্ম নেয়, তখন সেই বাচ্চা তাদের মাতা - পিতা বলে ডাকে । এরা হলো হদের মাতা - পিতা । বাবা তার মেয়ের বিয়ে দেন । প্রথমে কন্যা পবিত্র থাকে, তখন কতো মান - সম্মান থাকে । এরপর বিকারী হওয়ার কারণে সেই মান আর থাকে না । বলা হয় -- কন্যা হলো সেই, যে একুশ কুলের উদ্ধার করে । এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন -- এই যে ব্রহ্মাকুমারীরা, এরা এই সময় ভারতবাসীদের একুশ জন্মের জন্য উদ্ধার করে । এরা সবাই কুমারী । যদিও বিয়ে করে থাকে কিন্তু ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়ার কারণে ভাই - বোন হয়ে গেছে । কাম কাটারী আর চালাতে পারে না । পবিত্রতার মান তো আছে, তাই না । সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাঁদেরও কতো মান থাকে । ভারতে যখন পবিত্রতা ছিলো তখন ভারত সদা সুখী ছিলো । সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো । মানুষ মন্দিরে গিয়ে গায় -- আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন -- বাস্তবে তোমাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম নয় । হিন্দুস্থান তো থাকার জায়গা । ইউরোপের বাস করা মানুষদের ধর্ম থোড়াই ইউরোপিয়ান বলবে । তাদের ধর্ম তো খৃষ্টান । হিন্দুস্থানে যারা থাকে, তাদের ধর্ম হিন্দু নয় । ধর্ম তো অন্য হওয়া উচিত । বাবা বোঝান যে, যারা দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো তারাই নিজেদের

হিন্দু বলে কেননা তারা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গেছে । হিন্দু কোনো আদি সনাতন ধর্ম নয় । খৃষ্টানরা ক্রাইস্টকে মানে কারণ তিনি খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । এখানে তো কেউই জানে না যে, আমরা কোন্ ধর্মের । কেউ শিখ ধর্মের হলে তারা বলবে, আমরা শিখ ধর্মের । শিখ ধর্মকে স্থাপন করেছিলেন ? তো বলবে গুরু নানক স্থাপন করেছিলেন । তিনি এই ধর্ম কিভাবে স্থাপন করেছিলেন ? এ তো তোমরাই জানো । কোনো পতিত আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে পারে না । যে – যে ধর্মস্থাপক হন তারা প্রথমে পবিত্র হন, তারপর অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপন করেন । যেমন গুরু নানকেরও সন্তানাদি ছিলো । তারপর তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করে শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । এই ব্রহ্মারও পতিত শরীর ছিলো, এনার মধ্যেও জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন । তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের বাবা । এই কথা আত্মা বলে । এখন তোমাদের আত্ম – অভিমানী হতে হবে । দেহের মধ্যে আত্মা থাকে । যেমন কেউ বলে – আমি মার্চেন্ট । এই কথা আত্মা এই অরগ্যান্সের দ্বারা বলে । আত্মা বলে, আমি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি । বাবা বসে বোঝান, আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা । আমার অবতরণ এই ভারতেই হয় । আমার নিজের কোনো শরীর নেই । ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শঙ্করের নিজেদের সূক্ষ্ম শরীর আছে । আমার অবতরণ এই ভারতেই হয় । স্মরণের জন্য শিবলিঙ্গ দেখানো হয় কিন্তু আমার কোনো এতবড় রূপ নেই । আমি হলাম স্টার । আত্মা কোনো বড়কিছু হয় না । ভ্রুকুটির মধ্যে আজব তারা ঝলমল করে । আত্মা খুবই ছোটো । অনেক করে সাদা লাইটের সাক্ষাৎকার হয় । এখন কতো কোটি আত্মা, কিন্তু সত্যযুগে এতো শরীরধারী আত্মা থাকবে না । যদি সত্যযুগে এতো আত্মা থাকত তাহলে এখন পর্যন্ত অজস্র হয়ে যেতো । এতো তো থাকে না ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ কোনো সাধু – সন্ন্যাসী নয়, এ তো আমাদের বাবা বোঝান । এই বাবার আর কোনো বাবা হয় না । ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও বাবা আছে । কৃষ্ণেরও বাবা ছিলো । বেহদের বাবা বলেন, আমার কোনো বাবা নেই । না আছে টিচার । সত্যযুগেও বাচ্চারা রাজবিদ্যা পড়ার জন্য স্কুলে যাবে । সেখানে টিচার থাকবে । আমার কোনো টিচার নেই । আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিই । আমি কোনো রাজা বা মহারাজা হবো না । তোমরা বাচ্চারা তা হবে । পূজ্য ছিলেন শ্রী লক্ষ্মী আর শ্রী নারায়ণ । তাঁরা সত্যযুগে রাজত্ব করতেন । এই নিরাকার বাবা এই শরীরে বিরাজমান হয়ে আত্মাদের পড়ান । আমরা আত্মারা পড়ি । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর । বাবা বলেন, আমি তোমাদের আমার আশীর্বাদী বর্সা দিই একুশ জন্মের জন্য । সত্যযুগে তোমরা সুখ শান্তিতে ছিলে । সেখানে রাবণ ভূত থাকে না । সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । এখন হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার কাছে ভাগ্য বানাতে এসেছি । স্কুলে তো ভাগ্য বানানো হয় । পড়াশোনা করে পাস করবে, তারপর টিচার হবে । এখানে তোমরা একুশ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী করো । ওরা ভাগ্য বানায় এই এক জন্মের জন্য । স্কুলে পড়ে শরীর নির্বাহের জন্য রোজগার করবে, নিজের এবং অন্যের শরীরও নির্বাহ হবে । ওই স্কুলে তো এক জন্মের জন্য ভাগ্য বানানো হয়, জন্ম – জন্মান্তরের জন্য ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়র হবে না । অন্য জন্মে আবারও পড়তে হবে । সে হলো শরীর নির্বাহের জন্য এক জন্মের পড়া । বাবা তো বলেন – আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখ – শান্তির আশীর্বাদী বর্সা দিই । এই কথা বেহদের বাবা বলেন, তাঁর কোনো বাবা নেই । তোমরা বাচ্চারা বলো – বাবা আমরা আপনার । বাবাও বলেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, আগের কল্পে তোমরা আমার ছিলে, আবারও এখন হয়েছো । এ হলো ঈশ্বর বাবার কাছে বাচ্চাদের স্নেহ । আত্মা – পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল ------পাঁচ হাজার বছর আগেও তিনি তোমাদের ফুল বানিয়ে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দিয়েছিলেন কেননা জ্ঞানই হলো এই রোজগারের উৎস । এই পড়ার দ্বারাই

ভাগ্য বানাতে হয় । সে হলো হদের ভাগ্য আর এ হলো বেহদের ভাগ্য । এ হলো স্কুল, কোনো সৎসঙ্গ নয় । সৎসঙ্গে তো মানুষ যায়, সেখানে কেউ রামায়ণ, কেউ আবার অন্য গ্রন্থ পড়ে শোনায় । বাবা তো হলেন জ্ঞানী । বাবা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন না । তিনি বলেন - আমি তো সবকিছুই জানি । এ কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে যে, তিনি হলেন অতি প্রিয় বাবা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে যে, এই পতিত দুনিয়াতে এসো, এসে আমাদের অপার সুখ দাও । তুমি আমাদের মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক --------এখন তোমরা সামনে এসে বাচ্চা হয়েছো । বাবা হলেন বিচিত্র । তাঁর কোনো চিত্র বা শরীর নেই । কিন্তু শরীর ছাড়া তিনি শিক্ষা কেমন করে দেবেন । তাই তিনি বলেন, আমি এনার শরীরের আধার নিয়ে, এনার দ্বারা তোমাদের পড়াই । তোমরা জানো যে, আমাদের কোনো মানুষ গুরু বা শিক্ষক পড়ান না । লেখা আছে যে --ভগবান উবাচঃ । তিনি হলেন নিরাকার, কিন্তু ব্রহ্মা দেবতায়ে নমঃ বা বিষ্ণু দেবতায়ে নমঃ বলা হয় । ব্রহ্মাকে ভগবান বলা হবে না কারণ তিনি হলেন সুক্ষ্ম বতনবাসী । দেবতারা হলেন রচনা, তাঁদের থেকে কোনো আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় না, তাহলে মানুষ মানুষকে কিভাবে বর্সা দেবে ! এই কথা কেউই বুঝতে পারে না । এ হলো গড ফাদারলী কলেজ । এখানে ভগবান পড়ান । বাচ্চারা, আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবী - দেবতা বানাই । এমন কথা আর কেউই বলতে পারে না । সন্ন্যাসীরা তো স্বর্গের মালিক হতে পারে না । তাঁদের হলো নিবৃত্তি মার্গ । সত্য যুগের প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র দেবী - দেবতারা ছিলেন । এখন আমি আবার এসেছি পতিতদের পবিত্র করতে । তোমরা যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে । আত্মাই পতিত হয় । সোনায় যেমন খাদ হয় তখন সেই গয়নাও খাদ যুক্ত তৈরী হয় । আত্মায়ও খাদ পড়লে আয়রন এজড হয়ে যায় । এখন সকলেই তমোপ্রধান, এরপর তোমরা আত্মারা যখন সুন্দর হবে তখন শরীরও সুন্দর পাবে । সত্যযুগে তোমরা গোরা অর্থাৎ সুন্দর ছিলে । তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কালো হয়ে গেছো এই কারণেই কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এ তো একজনের কথা নয় । সম্পূর্ণ রাজধানী গোরা সুন্দর ছিলো । এখন তা শ্যাম হয়ে গিয়েছে । আত্মা এবং শরীর দুইই রোগী হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে, তোমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে । মায়া তোমাদের পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়ে দিয়েছে । দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষ এখন ধর্ম ভ্রষ্ট এবং কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে । তারাই দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে -- আমরা নীচ পাপী, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই, আমরা কাঙ্গাল - দুঃখী । ভারতে একসময় দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । ভারত মুকুটধারী ছিলো । এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । বাবাকে কেউ জানে না । তোমরা এই কথা তো জানো যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । গায়ন আছে যে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি -- কাদের ? যাদব আর কৌরবদের, যারা বাবাকে জানে না । ভগবান উবাচঃ হলো -- তোমাদের ভাগ্য যা এতকাল ঘুমিয়ে ছিলো, তা এখন জেগে উঠেছে । এ হলো ভাগ্য বানানোর পড়া । স্বর্গের মালিক তো স্বর্গের স্থাপনা করার জন্যই তৈরী করবেন । স্বর্গের স্থাপনা করেন হেভেনলী গড ফাদার । নরকবাসী মায়া তৈরী করে । তোমরা গেয়েও থাকো --- দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয় । ভক্তির ফল দিতে ভগবানকে আসতে হয় । এখন ভগবান ভারতের ঘরে এসে বসেছেন । ভারত তো তাঁর ঘর, তাই না । শিবরাত্রিও এখানে পালন করা হয় আবার মন্দিরও এখানেই বানানো হয়েছে । শিববাবা এসে তোমাদের এই জ্ঞান দেন, যাকে জ্ঞান অমৃত বা সোমরসও বলা হয় । তিনি এই স্বর্ণ যুগ বানানোর জন্য জ্ঞান দেন । তাঁর নাম সোমনাথ । এখন তো ভারত কতো কাঙ্গাল । তোমরা এই সময় তিন পদ পৃথিবীও পাও না । তোমরা কোথায় বসে পড় ? এ তো অনেক বড় হসপিটাল কাম কলেজ । তোমরা হলে অতি ক্ষুদ্র । তোমরা বলো, বাবা, আমি আপনার ১২ মাসের বাচ্চা । আত্মা এই শরীরের দ্বারা বলে -- বাবা, আমি ৬ মাসের বাচ্চা, তাহলে তো অতি

ক্ষুদ্রই হলো, তাই না । তারা বলে – আমি আপনার হয়েছি । আচ্ছা, এখন ভালো করে পড়, তাহলেই আমি সাথে করে নিয়ে যাবো । সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্বকে স্মরণ করে । বাবাকে ছেড়ে তারা থাকার জায়গাকে বা ঘরকে স্মরণ করে । তাঁরা মনে করে ব্রহ্মই হলো ভগবান, কিন্তু এ তাঁদের মিষ্টি ভুল । ব্রহ্ম তত্ব, যেখানে আমরা অশরীরী আত্মারা নিবাস করি, তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে ! এরপর তাঁরা বলেন যে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । আত্মা তো অবিনাশী । তাকে তো অভিনয় করতেই হবে । বাবা খুব ভালো করে বসে বোঝান । এই দাদাও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছিলেন কিন্তু আমাকে জানতেন না । এখন আমি এনাকেও শোনাই, এনার আত্মাও শোনে । আমি এনার শরীরে এসে তোমাদের পড়াই । ইনিও শোনেন, এনার মুখের দ্বারাই আমি তোমাদের পড়াই । আমি তোমাদের দেহী – অভিমানী বানাই । এই দুনিয়াতে কেউই দেহী অভিমানী হয় না । তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্সা নিচ্ছো, পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো । সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতে শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে । এখানে কোনো শাস্ত্রের কথা নেই । বাবার আর কি স্মরণে আসবে ? তিনিই তো মালিক । তোমরা সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করো । প্রজাপিতা ব্রহ্মার তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার – ব্রহ্মাকুমারী । ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা দাদুর থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও । ব্রহ্মা বাবা হলেন সাকার । গ্র্যান্ড ফাদার হলেন নিরাকার । শিববাবার আত্মা এঁর মধ্যে আছে । দুই আত্মাই নিরাকার । এই সাকার বাবা -- যেমন বাবা, তেমনি মাও, এনার মাধ্যমে আমি তোমাদের দত্তক নিই ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ নজর দিয়ে একুশ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ ভাগ্য বানাতে হবে । এক বাবার মতে চলে নিজেদের সম্পদে পূর্ণ করতে হবে ।

২) আত্ম – অভিমানী হতে হবে । স্মরণের যাত্রায় আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে ।

বরদান :- জ্বালা রূপ স্মরণের দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে দেবতা হও

অগ্নিতে যেমন কোনো জিনিস দিলে তার নাম, রূপ আর গুণ সব পরিবর্তন হয়ে যায় । তেমনই যখন বাবার স্মরণের লগনের অগ্নিতে পড়লে, পরিবর্তন হয়ে যাও । মানুষ থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা তারপর দেবতা হয়ে যাও । কাঁচা মাটিকে যেমন ছাঁচে ঢেলে আগুনে ফেলা হয়, তখন ইট হয়ে যায়, তেমনই এও পরিবর্তন হয়ে যায়, এই কারণে স্মরণকে জ্বালা রূপ বলা হয় ।

স্লোগান :- শক্তিশালী আত্মা সে-ই, যে যখন চাইবে তখন শীতল স্বরূপ আর যখন চাইবে তখন জ্বালা স্বরূপ ধারণ করতে পারবে ।